গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর (পিআইডি)
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ
সংবাদকক্ষ ঃ ০২-৯৯৬৬৬১৩৬৮, E-mail: pidmymensingh@gmail.com, Facebook: PID MYMENSINGH, Website: pid.mymensinghdiv.gov.bd

সংবাদপত্রের নাম : দৈনিক ব্রহ্মপুত্র এক্সপ্রেস
প্রকাশনার স্থান : ময়মনসিংহ
তারিখ : ১০.০৩.২০২৪ খ্রি.

সংবাদ :
সম্পাদকীয় :
নিবন্ধ/প্রবন্ধ/চিঠিপত্র :

ইসলামপুরে ছয় ইউনিয়ন পরিষদে ভবন নেই ডিজিটাল সেবা থেকে বঞ্চিত প্রান্তিক মানুষ

লিয়াকত হোসাইন লায়ন, ইসলামপুর (জামালপুর)

জামালপুর ইসলামপুর উপজেলায় ৬টি ইউনিয়নে পরিষদে নিজস্ব কমপ্লেক্স ভবন না থাকায় ডিজিটাল সেবা থেকে বঞ্চিত হওয়া সহ প্রতিনিয়তই ভোগান্তিতে রয়েছে সাধারন মানুষ। বর্তমান সরকার ডিজিটালাইজ সেবা নিশ্চিত করলেও উপজেলার কুলকান্দি, বেলগাছা, চিনাডুলী, সাপধরী, নোয়ারপাড়া ও গোয়ালেরচর এই ৬টি ইউনিয়র পরিষদ দীর্ঘদিন ধরে যমুনা নদীর গর্ভে বিলীন হওয়ায় প্রতিনিয়তই ● পৃষ্ঠা-২ : কলাম-১

ইসলামপুরে ছয় ইউনিয়ন

বঞ্চিত হচ্ছে সেবাগ্রহীতারা। জানাগেছে, উপজেলার ১২টি ইউনিয়নের মধ্যে ৬টি ইউনিয়ন পরিষদ ভবন থাকলেও সাপধরী ইউনিয়ন পরিষদ ভবন ১৯৯৩ সালে - কুলকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ ভবন ১৯৯৬ সালে বেলগাছা ইউনিয়ন পরিষদ ভবন ২০০৫ সালে নোয়ারপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ ভবন ২০০৬ সালে এবং চিনাডুলি ইউনিয়ন পরিষদ ভবন ২০১০ সালে যমুনা গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। এরপর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও এসব ইউনিয়ন পরিষদ স্থাপনে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। উপজেলায় ৬টি ইউনিয়ন পরিষদ না চেয়ারম্যানের বাড়িতে,কিংবা বাজারের ভাড়াটে ঘরে ঝুলছে পরিষদের সাইনবোর্ড। আর সেখানেই ভ্রাম্যমান ভাবে চলে পরিষদের সভা-সমাবেশেসহ যাবতীয় কার্যক্রম। অন্যদিকে গুদামঘর না থাকায় টি.আর, জি.আর, ভিজিএফ, ভিজিডিসহ সরকারি বিভিন্ন রিলিফ সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রমে ভোগান্তিতেই পড়তে হয় জনপ্রতিনিধিদের। সরেজমিনে গিয়ে দেখাগেছে, নোয়ারপাড়া ইউনিয়নের জন সাধারন প্রতিনিয়তই হয়রানির শিকার হচ্ছে। প্রয়োজনের তাগিদে পরিচয়পত্র নিতে পারলেও ডিজিটালইজ সেবা থেকে প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হচ্ছে। দেখাগেছে,অস্থায়ী কার্যালয়ে কোন নেটওয়ার্ক নেই, বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই। কোন তথ্য সেবাকেন্দ্রও নেই। ইচ্ছা করলেও জন সাধারন তথ্য সেবাকেন্দ্র সাধ গ্রহন করতে পারছেনা। পরিচয়পত্র, লাইসেন্স, জন্ম-মৃত্যু সনদ ও তথ্য কেন্দ্র এবং গ্রাম্য বিচার পাওয়া থেকে দীর্ঘদিন যাবত বঞ্চিত হচ্ছেন তারা। সেবা নিতে আসা ওই ইউনিয়নে করিরতাইর গ্রামের রেজাউলের স্ত্রী পারভীন বেগম,সাদা মিয়ার স্ত্রী ফরিদা বেগমের ডিজিটালাইজ সেবা পেতে হয়রানী ও আক্ষেপের কথা জানান। এ ব্যাপারে ওই ইউনিয়নের উদ্যোক্তা জানান, এখানে কোন নেটওয়ার্ক নাই,তাই জনগন সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বেলগাছা ইউনিয়র পরিষদের চেয়ারম্যান আঃ মালেক বলেন, ইউনিয়ন পরিষদটি অনেক আগে বিলীন হওয়ায় গত কয়েকমাস আগে যমুনা নদীর এপার ও ওপার দুই পার্শে টিনসেড অস্থায়ী পরিষদ নির্মাণ করেছি। নির্ধারিত কোন ইউপি ভবন না থাকায় কার্যক্রম পরিচালনা করা খুবই কষ্ট হচ্ছে। চিনাডুলী ইউনিয়নে আঃ সালাম জানান- অস্থায়ী টিনসেড ঘর তুলে কোনমতে চলছে পরিষদ। নেট সমস্যার কারনে সেবা গ্রহিতাদের নানা ধরনের বিড়াম্বনা পোহাতে হয়। তাই অতি জরুরী স্থায়ী একটি ইউপি ভবন নির্মাণ প্রয়োজন। একই অবস্থা উপজেলার,কুলকান্দি,সাপধরী,গোয়ালেরচর ইউনিয়ন বাসীর। ইউনিয়নবাসীর দাবী স্থায়ীভাবে ভবন থাকলে সেবার মান নিশ্চিত হবে। এলাকাবাসী জানায়, স্থায়ী ভবন না থাকায় পরিচয়পত্র,জন্ম সনদের প্রয়োজনেও চেয়ারম্যান,সচিবদের দেখা মেলা দুস্কর হয়ে দাড়ায়। এলাকাবাসী আরো জানায়,প্রতিবারই যিনি চেয়ারম্যান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর (পিআইডি)
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ
সংবাদকক্ষ ঃ ০২-৯৯৬৬৬১৩৬৮, E-mail: pidmymensingh@gmail.com, Facebook: PID MYMENSINGH, Website: pid.mymensinghdiv.gov.bd

সংবাদপত্রের নাম : দৈনিক স্বদেশ সংবাদ
প্রকাশনার স্থান : ময়মনসিংহ
তারিখ : ১০.০৩.২০২৪ খ্রি.

সংবাদ :
সম্পাদকীয় :
নিবন্ধ/প্রবন্ধ/চিঠিপত্র :

লাখো ভোটের ব্যবধানে মসিক মেয়র ইকরামুল হক টিটু বিজয়ী

মোট ভোট -৩৩৬৪৯৬ ঃ মোট কেন্দ্র-১২৮
ইকরামুল হক টিটু-টেবিল ঘড়ি-১৩৯৬০৪
সাদেকুল হক খান টজু-হাতি-৩৫৭৬৩
এহতেশামুল আলম-ঘোড়া-১০৭৭৩
রেজাউল হক-হরিণ-১৪৮৭
শহিদুল ইসলাম লাঙ্গল-১৩২১
শতকরা-৫৬.৩০%

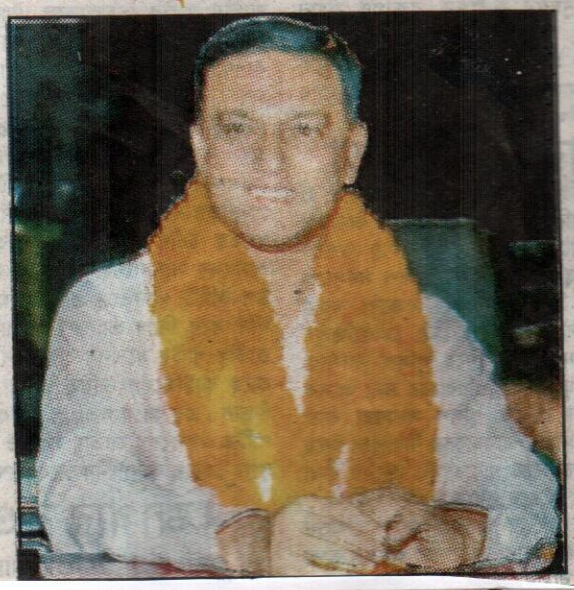

স্টাফ রিপোর্টার ঃ উৎসব মুখর এবং সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ন পরিবেশে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শেষে গতকাল শনিবার (৯ মার্চ) রাতে আঞ্চলিক রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন চৌধুরী বেসরকারি ভাবে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ১২৮টি কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণা করেন। এসময় তিনি বলেন, এই সিটি কর্পোরেশনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩,৩৬,৪৯৬ভোট। প্রদত্ত মোট ভোটের সংখ্যা ১,৮৯,৪৩৯ ভোট। প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার ৫৬.৩০%।

ফলাফলে মেয়র পদে মহানগর আওয়ামীলীগ সভাপতি মোঃ ইকরামুল হক টিটু টেবিল ঘড়ি প্রতিকে ১৩৯৬০৪ ভোট পেয়ে পুনরায় বেসরকারি ভাবে মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বি অ্যাডভোকেট সাদেকুল হক খান মিল্কী টজু (হাতি) প্রতিকে পেয়েছেন ৩৫৭৬৩ ভোট। এছাড়া মেয়র প্রার্থী জেলা আওয়ামীলীগ সভাপতি এহতেশামুল আলম (ঘোড়া) প্রতিকে পেয়েছেন ১০৭৭৩ ভোট। কেন্দ্রীয় কৃষক লীগের সাবেক সদস্য কৃষিবিদ ড. রেজাউল হক (হরিণ) প্রতিকে পেয়েছেন ১৪৮৭ ভোট এবং জেলা জাতীয় পার্টির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম স্বপন মন্ডল (লাঙ্গল) প্রতিকে পেয়েছেন ১৩২১ ভোট। ১১টি সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে বিজয়ীরা হলেন ১,২,৩ আসনে আকিকুন নাহার প্রাপ্তভোট ৪৬৯৬ ভোট। ৪,৫,৬ আসনে খোদেজা আক্তার প্রাপ্ত ভোট ৩৬৭৩ ভোট। ৭,৮,৯ আসনে হামিদা পারভিন। ১০,১১,১২ আসনে রোকসানা শিরিন। ১৩,১৪,১৫ আসনে রোকেয়া হোসেন প্রাপ্ত ভোট ৩৭৮৯ (৩য় পাতায়)

লাখো ভোটের ব্যবধানে মসিক

(১ম পাতার পর) ভোট। ১৬,১৭,১৮ আসনে মোছাঃ খালেদা বেগম প্রাপ্ত ভোট ৬৪১৩ ভোট। ১৯,২০,২১ ইসমত আরা বানু। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ৪টি আসনের ফলাফল পাওয়া যায়নি।

৩৩টি ওয়ার্ডে সাধারণ কাউন্সিলর পদে বিজয়ীরা হলেন, ১নং ওয়ার্ড-মোঃ আসাদুজ্জামান বাবু, ২নং ওয়ার্ড-মোঃ গোলাম রফিক দুদু, ৩নং ওয়ার্ড-মোঃ শরীফুল ইসলাম, ৪নং ওয়ার্ড-মোঃ মাহবুবুর রহমান, ৫নং ওয়ার্ড-মোঃ নিয়াজ মোর্শেদ, ৬নং ওয়ার্ড-সৈয়দ শফিকুল ইসলাম মিন্টু, ৭নং ওয়ার্ড-মোঃ আসিফ হোসেন ডন, ৮নং ওয়ার্ড-মোঃ ফারুক হাসান, ৯নং ওয়ার্ড-মোঃ আল মাসুদ, ১০নং ওয়ার্ড-মোঃ তাজুল আলম, ১১নং ওয়ার্ড-মোঃ ফরহাদ আলম (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়), ১২নং ওয়ার্ড-মোঃ আনিসুর রহমান, ১৩নং ওয়ার্ড-মোঃ হানিফ সরকার স্বপন, ১৪নং ওয়ার্ড-মোঃ ফজলুল হক, ১৫নং ওয়ার্ড-মোঃ মাহবুব আলম হেলাল, ১৬ নং ওয়ার্ড-মোঃ আব্দুল মান্নান, ১৭নং ওয়ার্ড-মোঃ কামাল খান, ১৮নং ওয়ার্ড-মোঃ হাবিবুর রহমান হবি, ১৯নং ওয়ার্ড-মোঃ আব্বাস আলী মন্ডল, ২০নং ওয়ার্ড-মোঃ সিরাজুল ইসলাম, ২১ নং ওয়ার্ড-মোঃ ইসতিয়াক হোসেন, ২২নং ওয়ার্ড-মোঃ মোস্তফা কামাল, ২৩নং ওয়ার্ড-সাব্বির ইউনুস, ২৪নং ওয়ার্ড-মোঃ আসলামহোসেন, ২৫নং ওয়ার্ড-মোঃ ওমর ফারুক (সাবাশ), ২৬ নং ওয়ার্ড-মোঃ শফিকুল ইসলাম, ২৭নং ওয়ার্ড-মোঃ শামছুল হক লিটন, ২৮নং ওয়ার্ড-কায়ছার জাহাঙ্গীর আকন্দ, ২৯নং ওয়ার্ড-মোঃ রাশেদুজ্জামান, ৩০নং ওয়ার্ড-আবুল বাশার, ৩১নং ওয়ার্ড-মোঃ সেলিম উদ্দিন, ৩২নং ওয়ার্ড-মোঃ আবু বকর সিদ্দিক ও ৩৩নং ওয়ার্ড-মোঃ শহিদুজ্জামান।